সংবাদ

তারিখ 05 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নিবার ২২ চৈত্র ১৪১৪
Saturday 5 April 2008

সম্পাদকীয়

নামিদামি স্কুল-কলেজগুলোর অস্বাভাবিক অর্থ আদায়

খবরে প্রকাশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নামিদামি স্কুল-কলেজগুলোকে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তি ও অন্যান্য ফি বাবদ ৫ হাজার টাকার বেশি আদায় না করার জন্য বলেছে। দেশের তথাকথিত নামিদামি স্কুল-কলেজগুলো নাকি ১০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা কিংবা তার চেয়ে বেশি আদায় করে থাকে। এসব স্কুল শুধু নামিই নয়, দামিও বটে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছে, মাঝে মধ্যেই তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে ভর্তির সময় গলাকাটা ফি আদায়ের অভিযোগ পেয়ে থাকে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ৩০ হাজার টাকা আদায় করে থাকে এবং এ ধরনের প্রথা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে। আপাতদৃষ্টিতে অভ্যাসটা অনেকদিন ধরেই চলছে। এতদিনে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চৈতন্য হয়েছে।

গলাকাটা ফি আদায়কারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে এডমিশন এবং রি-এডমিশন ফি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পুনর্নির্ধারণ করার জন্য মিটিং করতে বলেছে। মন্ত্রণালয় আবার সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ড ডাইরেকটরেটের ডিরেক্টর জেনারেলকে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর এবং কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা এপ্রিলের ১০ তারিখের মধ্যে জানাতে বলেছে। এই নির্দেশের কপি নয়টি শিক্ষা বোর্ড, ডিভিশনাল কমিশনার ও ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি এ নির্দেশ অমান্য করে তবে তার কি 'শাস্তি' হবে তা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়নি। তেমনি যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলতি শিক্ষা বোর্ডে ইতোমধ্যে গলাকাটা ভর্তি ফি আদায় করে ফেলেছে তাদের তথাকথিত ভর্তি ফি ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে কি না সেটাও বলা হয়নি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবার কোন রসিদ ছাড়াই এ ধরনের ফি আদায় করে থাকে।

একজন অভিভাবকের বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে এ বছর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ২০ হাজার টাকা 'উন্নয়ন ফি'সহ ২৩ হাজার ৬৪০ টাকা আদায় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির চার শাখায় ১৩শ' ছাত্রী এ বছর ভর্তি হয়েছে। রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আরও একধাপ এগিয়ে ২৫ হাজার উন্নয়ন ফিসহ প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করেছে। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আদায় করেছে ৯ হাজার ৫০০ টাকা। রাজধানীর বাইরে এ ধরনের স্কুল-কলেজ থেকে কি হারে তথাকথিত 'ভর্তি ফি' আদায় করা হয়েছে তার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

এসব স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া এবং লেখাপড়া করার জন্য শুধু মেধা থাকলেই হবে না, অভিভাবকদের টাকার জোরও থাকতে হয়। মেধা যতই থাকুক না কেন, অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে এসব নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া অথবা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আপাতদৃষ্টিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে। সরকার অনুমোদিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলার কথা নয়। বছরের পর বছর ধরে এসব স্কুলে এই প্রথা চলে আসছে। অভিভাবকরা কোন ধরনের মোহের বশবর্তী হয়ে উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুসন্তানকে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। প্রতি বছর দেশে এসব দেখা যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তান-সন্ততি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাওয়ার ফলে এক ধরনের দুষ্টচক্রে পড়ে যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তিসহ অন্যান্য ফি'র জন্য সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে। প্রশ্ন হলো, এই ৫ হাজার টাকাও দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিকে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রাখবে।

এ বছর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৫ হাজার টাকার বেশি আদায় করেছে তাদের বাড়তি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করতে হবে এবং যারা ভবিষ্যতে আদায় করবে তাদের শাস্তির বিধান থাকা চাই। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত স্কুল-কলেজ উচ্চবিত্তের সন্তান-সন্ততির জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের আচার সমাজে চলতে দেয়াটা অমানবিকও বটে।